দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUL 20 2006 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

অবিরাম ধর্মঘটে বেসরকারী শিক্ষার ত্রিমুখী সঙ্কট॥ আলোচনার ধূম্রজাল

মোশতাক আহমেদ

দশ ভাগ বেতন না বাড়ালে আলোচনা করে লাভ নেই॥ শিক্ষক সংগঠন

অবিরাম ধর্মঘটের কারণে দেশের বেসরকারী শিক্ষা নিয়ে সরকার, আন্দোলনরত শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে ত্রিমুখী সঙ্কট বিরাজ করছে। টানা ধর্মঘটের দু'সপ্তাহের মাথায় দেশের দেড় কোটি শিক্ষার্থীর পড়াশোনা রীতিমতো লাটে উঠলেও সরকার কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। বরং সরকারই বিষয়টি নিয়ে কালক্ষেপণ করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শিক্ষামন্ত্রী দুই একদিনের মধ্যে ধর্মঘটী বেসরকারী শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনায় বসার কথা বললেও ধর্মঘটী সব ক'টি শিক্ষক সংগঠনের নেতারা বলছেন তাঁদের এখন পর্যন্ত আলোচনায় বসার কোন আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবই দেয়া হয়নি। এ অবস্থায় আলোচনার বিষয়টি নিয়েও ধূম্রজালের সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মঘটী শিক্ষকরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, আলোচনা হোক আর নাই হোক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দশ ভাগ বেতন বাড়ানোর সুস্পষ্ট ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত আন্দোলন থামছে না। তাঁরা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দশ ভাগ বেতন বাড়ানোর সরকারী প্রজ্ঞাপন জারি করে আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আন্দোলনরত শিক্ষকদের ভাষ্য অনুযায়ী, দশ ভাগ বেতন না বাড়ালে বেসরকারী শিক্ষা সহসাই সচল হচ্ছে না। শিক্ষক সংগঠনগুলো যুগপৎ আন্দোলনেরও প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা একজন আরেক জনের সঙ্গে এ নিয়ে বৈঠক

(১১- পৃষ্ঠা ৫

(প্রথম পাতার পর)

করে যাচ্ছে। একদিকে সরকারের দাবি না মানা, অন্যদিকে শিক্ষকদের অনড় অবস্থানে পড়াশোনা নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা চরম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন।

শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক মঙ্গলবার সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মোতাবেক দুই একদিনের মধ্যে তাঁরা শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন। তিনি আজ বৃহস্পতিবারের মধ্যে আলোচনা হবে এমন আশাও করেছিলেন। কিন্তু বুধবার রাত পর্যন্ত খবর নিয়ে জানা গেছে, আন্দোলনরত শিক্ষকদের আলোচনার কোন প্রস্তাবই দেয়া হয়নি। এ অবস্থায় আলোচনার বিষয়টিও অস্পষ্ট। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন আজও আলোচনা হচ্ছে না।

আন্দোলনকারী সব ক'টি শিক্ষক সংগঠনের নেতারা জানিয়েছেন, তাঁদের আলোচনার কোন প্রস্তাব দেয়া হয়নি। জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের নেতা অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ জানান, তাঁদের সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনার কোন প্রস্তাব দেয়া হয়নি। তাঁর মতে আলোচনার আগে দশ ভাগ বেতন বাড়ানোর প্রজ্ঞাপন জারি করে আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। তারপর আলোচনা। কারণ দশ ভাগ বেতন বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রীর। এখানে আলোচনা করে সময়ক্ষেপণ করার কোন মানে হয় না।

সরকার সমর্থক শিক্ষক সংগঠন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের (শরিফুল) অন্যতম নেতা অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নান জানান, তাঁদেরও আলোচনার কোন প্রস্তাব দেয়া হয়নি। তিনি বলেন, আলোচনা আন্দোলনেরই একটি অংশ। তবে আলোচনা হোক আর যাই হোক এবার দশ ভাগ বেতন না বাড়ানো পর্যন্ত আন্দোলন থামছে না।

ধর্মঘটী শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের নেতা প্রফেসর এমএ বারী জানান, তাঁদেরও সরকারের পক্ষ থেকে আলোচনার প্রস্তাব দেয়া হয়নি। তিনি জানান, যেসব সংগঠন সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে তাদের সবাইকে আলোচনার আহ্বান জানালেই কেবল তাঁরা আলোচনায় যাবেন। তবে দশ ভাগ বেতন বাড়াতেই হবে। তা ছাড়া আলোচনার কোন ফল হবে না। কারণ সরকার প্রতিশ্রুত দশ ভাগ বেতন না বাড়ানো পর্যন্ত শিক্ষকরা কোন অবস্থাতেই আন্দোলন বন্ধ করবেন না।

সরকার সমর্থক আরেক অংশের শিক্ষক নেতা সেলিম ভূইয়া বলেন, তাঁদেরও এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনায় বসার কোন প্রস্তাব দেয়া হয়নি। তিনি বলেন, আলোচনা হোক আর যাই হোক এবার দশ ভাগ বেতন না বাড়ানো পর্যন্ত আন্দোলন থামছে না। তিনি জানান, ২৩ জুলাই তাঁরা ঢাকায় মহাঅবস্থান কর্মসূচী পালন করবেন।

এ অবস্থায় আন্দোলনের বিষয়টি অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। তবে একটি সূত্র বলেছে, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী আলোচনায় থাকার কথা। কিন্তু তিনি অসুস্থ থাকার কারণে আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে একটু দেরি হচ্ছে। শিক্ষকরা বলেছেন, সরকার [illegible]

এতে করে শিক্ষার্থীদের যে ক্ষতি হচ্ছে তার জন্য সরকারই দায়ী থাকবে। শিক্ষক সংগঠনগুলো ধর্মঘটের পাশাপাশি বিক্ষোভসহ নানামুখী কর্মসূচী অব্যাহত রেখেছে। আন্দোলনরত শিক্ষকরা পরস্পরের সঙ্গে আলোচনাও করে যাচ্ছেন। বুধবার আন্দোলনরত জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট, শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট (শরিফুল), শিক্ষক-কর্মচারী সমন্বয় পরিষদসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা মাদ্রাসা শিক্ষকদের সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মুদাররেছীন নেতা ও ইনকিলাব সম্পাদক এএমএম বাহাউদ্দীনের সঙ্গে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অবিলম্বে দাবি পূরণ না হলে তারা যুগপৎ আন্দোলন করবেন।

এদিকে জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট বুধবার সংবাদ সম্মেলন করে নতুন কর্মসূচী দিয়েছে। কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে ২০ জুলাই জেলা প্রশাসকের কার্যালয় অবরোধ, ২৪ জুলাই ঢাকায় (কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার) মহাঅবস্থান এবং ২৫ জুলাই ঢাকা নগরের প্রধান প্রধান সড়কের পাশে অবস্থান গ্রহণ। সংবাদ সম্মেলনে সরকারের আলোচনার ব্যাপারে বলা হয়, আগে দশ ভাগ বেতন বাড়ানোর প্রজ্ঞাপন জারি করে আলোচনার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। তারপর আলোচনা। সংগঠনের নিজস্ব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ। উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, অধ্যাপক আসাদুল হক, অধ্যক্ষ এমএ সাত্তার, মোহাম্মদ আলী চৌধুরী প্রমুখ। শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ রাজধানীর খিলগাঁও উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। তারা আজ শহীদ মিনারে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করবে। বেসরকারী কারিগরি শিক্ষক সমিতি রাজধানীর মুক্তাঙ্গনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। অধ্যক্ষ শাহজাহান আলম সাজুর সভাপতিত্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষক সমিতি (বাশার-নজরুল) আজ বৃহস্পতিবার মুক্তাঙ্গনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করবে।

এদিকে চাকরি কাঠামো বাস্তবায়নসহ দশ দফা দাবিতে কঠোর আন্দোলনে যাচ্ছে পলিটেকনিক্যাল শিক্ষক সমিতি। বুধবার রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলন করে ৯ আগস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচী দিয়ে বলেছে, এ সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে ১৪ আগস্ট থেকে তারাও অবিরাম ধর্মঘটে যাবে। সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন মোঃ শামসুর রহমান, ইদরীস আলী প্রমুখ।